২২তম বিসিএস প্রিলিমিনারি টেস্ট ২০০১

পরীক্ষার তারিখ ০২.০২.২০০১ সময় ১ ঘণ্টা; পূর্ণমান ১০০ সেট নম্বর ১

১. বাংলাদেশ-ভারত পানি চুক্তির মেয়াদ—

ক) ১০ বছর খ) ২০ বছর
গ) ২৫ বছর ঘ) ৩০ বছর

ব্যাখ্যা *৩০ বছর (১৯৯৬-২০২৬) মেয়াদি পানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির হায়দ্রাবাদ হাউসে ১২ ডিসেম্বর '৯৬। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবগৌড়া।*

২. বাংলাদেশের সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্প কোনটি?

ক) পাট খ) তৈরি পোশাক
গ) চা ঘ) মাছ

ব্যাখ্যা *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮ অনুসারে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় অর্থাৎ বাংলাদেশের সর্বাধিক রপ্তানি আয় (২০১৬-২০১৭ ফেব্রুয়ারি) আসে তৈরি পোশাক থেকে, ১৪,৩৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং দ্বিতীয় অবস্থানে আছে নীটওয়্যার ১৩,৭৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।*

৩. কুমিল্লা বার্ড (BARD)-এর প্রতিষ্ঠাতা কে?

ক) মোহাম্মদ আইয়ুব খান
খ) আখতার হামিদ খান
গ) আবদুল হামিদ খান ভাসানী
ঘ) এ কে ফজলুল হক

ব্যাখ্যা *বার্ড (BARD)-এর পূর্ণ অভিব্যক্তি Bangladesh Academy for Rural Development। ১৯৫৯ সালে কুমিল্লার কোটবাড়িতে প্রখ্যাত সমাজকর্মী আখতার হামিদ খান ব্যক্তিগত উদ্যোগে এ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।*

৪. ছয়-দফা দাবি প্রথম কোথায় উত্থাপন করা হয়?

ক) ঢাকায় খ) লাহোরে
গ) করাচিতে ঘ) নারায়ণগঞ্জে

ব্যাখ্যা *পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার প্রশ্নে ১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলগুলোর এক মহাসম্মেলনে বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন। এটাই ইতিহাসে 'ছয় দফা কর্মসূচি' নামে পরিচিত।*

বাংলায় চিরস্থায়ী ভূমি ব্যবস্থা কে প্রবর্তন করেন?

ক) কর্নওয়ালিস খ) ক্লাইভ
গ) জন মেয়ার ঘ) ওয়ারেন হেস্টিংস

ব্যাখ্যা *মার্কিন স্বাধীনতা যুদ্ধে ব্রিটিশের প্রধান সেনাপতি ছিলেন লর্ড কর্নওয়ালিস। ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ তিনি 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রথা চালুর মাধ্যমে সূর্যাস্ত আইন বলবৎ করেন।*

৬. বাংলাদেশের সবচেয়ে উত্তরের জেলা কোনটি?

ক) দিনাজপুর খ) ঠাকুরগাঁ
গ) লালমনিরহাট ঘ) পঞ্চগড়

ব্যাখ্যা *বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে সর্ব উত্তরের জেলা পঞ্চগড় ও উপজেলা তেঁতুলিয়া। সর্ব দক্ষিণের জেলা কক্সবাজার ও উপজেলা টেকনাফ। সর্ব পূর্বের জেলা বান্দরবান ও উপজেলা থানচি এবং সর্ব পশ্চিমের জেলা চাপাঁইনবাবগঞ্জ ও উপজেলা শিবগঞ্জ। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের স্থান বাংলাবান্ধা (পঞ্চগড়)।*

৭. সিলেট কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

ক) আড়িয়াল খাঁ খ) সুরমা
গ) চন্দনা ঘ) রূপসা

ব্যাখ্যা *আড়িয়াল খাঁ নদীর তীরে ফরিদপুর ও মাদারীপুর, সুরমা নদীর তীরে সিলেট ও সুনামগঞ্জ, চন্দনা নদীর তীরে ফরিদপুর এবং রূপসা নদীর তীরে খুলনা ও বাগেরহাট জেলা অবস্থিত।*

৮. বাংলাদেশের লোকশিল্প জাদুঘর কোথায় অবস্থিত?

ক) ময়নামতি খ) সোনারগাঁও
গ) ঢাকা ঘ) পাহাড়পুর

ব্যাখ্যা *১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের অধীনে 'লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর' এবং 'শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর' নামে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে দুটি জাদুঘর রয়েছে।*

৯. বাংলাদেশের বিখ্যাত মণিপুরী নাচ কোন অঞ্চলের?

ক) রাঙ্গামাটি খ) রংপুর
গ) কুমিল্লা ঘ) সিলেট

ব্যাখ্যা *মণিপুরী নাচ সিলেটে বসবাসরত মণিপুরী উপজাতিদের একটি নৃত্য, যা সারা দেশে ব্যাপকভাবে সমাদৃত।*

১০. মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়?

ক) আট খ) দশ
গ) এগার ঘ) পনের

ব্যাখ্যা *মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ৪ এপ্রিল মুক্তিফৌজ নামে মুক্তিবাহিনী গঠিত হয় এবং ৯ এপ্রিল এর নামকরণ করা হয় মুক্তিবাহিনী। পরবর্তীতে জেনারেল এম এ জি ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলে তিনি বাংলাদেশকে যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার্থে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করেন।*

১১. ইসলামী সম্মেলন সংস্থার প্রধান কার্যালয় কোথায়?

ক) তেহরান খ) জেদ্দা
গ) কায়রো ঘ) রিয়াদ

উত্তর

১	ঘ
২	খ
৩	খ
৪	খ
৫	ক
৬	ঘ
৭	খ
৮	খ
৯	ঘ
১০	[illegible]
১১	

VisionApps10

(ব্যাখ্যা) সৌদি আরবের জেদ্দায় ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (OIC) ও IDB এবং রিয়াদে উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থা (GCC)-এর সদর দপ্তর বা প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। অন্যদিকে ইরানের তেহরানে ECO এবং মিশরের কায়রোতে আরব লীগের সদর দপ্তর অবস্থিত। উল্লেখ্য, ইসলামী সম্মেলন সংস্থার বর্তমান নাম ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা।

১২. বাংলাদেশ কত সালে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে?

ⓚ ১৯৭২ সালে ⓚh ১৯৭৩ সালে
ⓖ ১৯৭৪ সালে ⓖh ১৯৭৫ সালে

(ব্যাখ্যা) বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত ওআইসি'র বিশেষ সম্মেলনে সদস্যপদ লাভ করে। OIC প্রতিষ্ঠিত হয় ২১ আগস্ট ১৯৬৯ সালে। এর সদর দপ্তর জেদ্দা (সৌদি আরব)। বর্তমানে OIC-এর সদস্য সংখ্যা ৫৭। উল্লেখ্য, ইসলামী সম্মেলন সংস্থার বর্তমান নাম ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা।

১৩. অমর্ত্য সেন কোন বিষয়ে গবেষণা করে নোবেল পুরস্কার পান?

ⓚ দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য ⓚh উন্নয়নের গতিধারা
ⓖ মাইক্রোক্রেডিট ⓖh বৈদেশিক সাহায্য

(ব্যাখ্যা) ভারতীয় অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ১৯৯৮ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তার গবেষণার বিষয় ছিল দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য। যে বইটি অমর্ত্য সেনকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করেছে তা হলো— 'দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ : স্বত্বাধিকার ও বঞ্চনার একটি রচনা'।

১৪. জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM)-এর আগামী শীর্ষ সম্মেলন কোন শহরে অনুষ্ঠিত হবে?

ⓚ দিল্লী ⓚh ডারবান
ⓖ ঢাকা ⓖh জাকার্তা

[Note : জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের ত্রয়োদশ সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও বাংলাদেশ সরকার এ সম্মেলন অনুষ্ঠানে অপারগতা প্রকাশ করলে সম্মেলন পিছিয়ে যায় এবং ২০০৩ সালের ২০-২৫ ফেব্রুয়ারি এ সম্মেলন মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত হয়। চতুর্দশ সম্মেলন ১১-১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৬ কিউবার রাজধানী হ্যাভানায়, পঞ্চদশ সম্মেলন ১১-১৬ জুলাই ২০০৯ মিশরের কায়রোতে, ষোড়শ সম্মেলন ২৬-৩১ আগস্ট ২০১২ ইরানের তেহরানে এবং সপ্তদশ সম্মেলন ১৭-১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ ভেনিজুয়েলার মারগারিতায় অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী অষ্টাদশ সম্মেলন ২০১৯ সালে আজারবাইজানের বাকুতে অনুষ্ঠিত হবে।]

১৫. উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ (GCC)-এর সদস্য সংখ্যা কত?

ⓚ ৬ ⓚh ৭
ⓖ ৮ ⓖh ৫

(ব্যাখ্যা) GCC-এর পূর্ণরূপ Gulf Co-operation Council. ৬টি উপসাগরীয় দেশ নিয়ে ১৯৮১ সালের ২৫ মে এ সংস্থা গঠিত হয়। সদস্য দেশগুলো হলো সৌদি আরব, কাতার, বাহরাইন, ওমান, কুয়েত এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত। সদর দপ্তর সৌদি আরবের রিয়াদে।

১৬. BIMSTEC কি ধরনের সংগঠন?

ⓚ রাজনৈতিক ⓚh অর্থনৈতিক
ⓖ বাণিজ্যিক ⓖh সামাজিক

(ব্যাখ্যা) BIMSTEC-এর বর্তমান পূর্ণরূপ Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral Technical and Economic Co-operation. সদস্য ৭টি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান বঙ্গোপসাগরের আশপাশে হওয়ায় ২০০৪ সালের ৩১ জুলাই সংস্থাটির এরূপ নামকরণ করা হয়। বর্তমানে এর সদর দপ্তর ঢাকায় অবস্থিত।

১৭. সার্ক কোন সালে কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?

ⓚ ১৯৮৫ সালে ঢাকায় ⓚh ১৯৮৩ সালে দিল্লীতে
ⓖ ১৯৮৪ সালে কলম্বোতে ⓖh ১৯৮৬ সালে মালেতে

(ব্যাখ্যা) ১৯৮৫ সালের ৭-৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত প্রথম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে ১৪ দফা ঢাকা ঘোষণার মধ্য দিয়ে সার্কের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এ সংস্থাটির স্বপ্নদ্রষ্টা। আঞ্চলিক সহযোগিতা, দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সন্ত্রাসবাদ নির্মূল, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা ইত্যাদি সার্কের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

১৮. জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?

ⓚ ১৯৫ ⓚh ১৮৯
ⓖ ১৭০ ⓖh ১৭৫

[Note : জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য ১৯৩। সর্বশেষ সদস্য দেশ দক্ষিণ সুদান (১৯৩তম)। ১৪ জুলাই ২০১১ দেশটি জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে।]

১৯. বাংলাদেশ কতবার স্বস্তি পরিষদের সদস্যপদ লাভ করে?

ⓚ ২ বার ⓚh ৩ বার
ⓖ ১ বার ⓖh ৪ বার

(ব্যাখ্যা) স্বস্তি পরিষদ বা নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশ এ পর্যন্ত দুবার সদস্যপদ লাভ করে। প্রথমবার সদস্যপদ লাভ করে ১০ নভেম্বর '৭৮ (১৯৭৯-৮০ মেয়াদে) এবং দ্বিতীয়বার ১৪ অক্টোবর '৯৯ সালে (২০০০-২০০১ মেয়াদে)।

২০. বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত?

ⓚ ১৩৬ ⓚh ১৩৭
ⓖ ১৩৮ ⓖh ১৪০ (২)

(ব্যাখ্যা) বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৭-১৪১ নং অনুচ্ছেদে সরকারি কর্ম কমিশন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সংবিধানের ১৩৭ নং ধারায় বলা হয়েছে, 'আইনের দ্বারা বাংলাদেশের জন্য এক বা একাধিক সরকারী কর্মকমিশন প্রতিষ্ঠার বিধান করা যাইবে এবং একজন সভাপতিকে ও আইনের দ্বারা যেইরূপ নির্ধারিত হইবে, সেইরূপ অন্যান্য সদস্যকে লইয়া প্রত্যেক কমিশন গঠিত হইবে।'

২১. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের কোথায় বাংলা ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন?

ⓚ স্বস্তি পরিষদে
ⓚh সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে
ⓖ ইকোসোকে (ECOSOC)
ⓖh ইউনেসকোতে (UNESCO)

উত্তর

১২	গ
১৩	ক
১৪	Note
১৫	ক
১৬	খ
১৭	ক
১৮	Note
১৯	ক
২০	খ
২১	খ

(ব্যাখ্যা) ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম বাংলাদেশী রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন।

২২. মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের দিন আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন কে?

ⓚ জেনারেল মোহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী
ⓚ গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার
ⓖ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান
ⓖ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

(ব্যাখ্যা) ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিজয়ের দিন আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার। উল্লেখ্য, এ সময় পাকিস্তান বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান জেনারেল এ কে নিয়াজির সাথে পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিলে যৌথ বাহিনীর পক্ষে স্বাক্ষর করেন তৎকালীন ভারতীয় মিত্র বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা।

২৩. রাশিয়ার কুরস্ক নামক সাবমেরিনটির ওজন কত টন?

ⓚ ১২,৮০০ টন ⓚ ১৩,৯০০ টন
ⓖ ১৪,২০০ টন ⓖ ১৫,০০০ টন

[Note : ২০০০ সালের ১২ আগস্ট উত্তর মেরুর নিকটবর্তী ব্যারেন্টস সাগরে রাশিয়ার পরমাণু শক্তিচালিত সাবমেরিন 'কুরস্ক' দুর্ঘটনার শিকার হয়। সাবমেরিনটির ওজন ছিল ২৪০০০ টন। 'কুরস্ক' ডুবে গেলে এর ১১৮ জন ক্রুর সকলেই মারা যান।]

২৪. ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের মতে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ কোনটি?

ⓚ সুইডেন ⓚ নাইজেরিয়া
ⓖ বাংলাদেশ ⓖ ভারত

[Note : ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের ২০১৮ সালে প্রকাশিত ২৩তম বার্ষিক দুর্নীতির ধারণাসূচক ২০১৭ অনুযায়ী বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হলো সোমালিয়া (স্কোর ৯)। তন্মধ্যে, বাংলাদেশের অবস্থান ঊর্ধ্বক্রম দিক থেকে ১৪৩তম এবং নিম্নক্রম দিক থেকে ১৭তম (স্কোর ২৮)।]

২৫. 'বিশ্বের জনসংখ্যা পরিস্থিতি ২০০০' রিপোর্ট অনুসারে নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে কোন দেশ?

ⓚ পাকিস্তান ⓚ কেনিয়া
ⓖ পাপুয়া নিউগিনি ⓖ বাংলাদেশ

(ব্যাখ্যা) UNFPA-এর ২০০০ সালের রিপোর্ট অনুসারে নারী নির্যাতনে শীর্ষে ছিল পাপুয়া নিউগিনি। ২০১৮ সালের লন্ডনের 'থমসন রয়টার্স ফাউন্ডেশন'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বে নারী নির্যাতনে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে ভারত।

২৬. ২০০০ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন কে?

ⓚ প্রেসিডেন্ট কিম দায়ে জং ⓚ হোমস জে হেকম্যান
ⓖ গাও সিংজিয়ান ⓖ এরিক ক্যান্ডেল

(ব্যাখ্যা) কোরীয় উপদ্বীপে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং বিভক্ত কোরিয়ার ঐক্যবদ্ধকরণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম দায়ে জং ২০০০ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ২০১৭ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons)।

২৭. পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ কোনটি?

ⓚ আফ্রিকা ⓚ ইউরোপ
ⓖ এশিয়া ⓖ উত্তর আমেরিকা

(ব্যাখ্যা) পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ এশিয়ার আয়তন ৪,৪৫,৭৯,০০০ বর্গ কিমি। অন্যদিকে দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ আফ্রিকার আয়তন ৩,০২,২১,০০০ বর্গ কিমি, তৃতীয় বৃহত্তম মহাদেশ উত্তর আমেরিকার আয়তন ২,৪২,৫৬,০০০ বর্গ কিমি এবং পঞ্চম বৃহত্তম ইউরোপ মহাদেশের আয়তন ৯৯,৩৮,০০০ বর্গ কিমি। উল্লেখ্য, বিশ্বের ক্ষুদ্রতম মহাদেশ ওশেনিয়ার আয়তন ৮১,১২,০০০ বর্গ কিমি।

২৮. আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কবে জারি করা হয়?

ⓚ ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ ⓚ ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১
ⓖ ৭ মার্চ, ১৯৭১ ⓖ ২৫ মার্চ, ১৯৭১

(ব্যাখ্যা) ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর থেকে জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়।

২৯. হেলসিংকি কোন দেশের রাজধানী?

ⓚ সুইডেন ⓚ নরওয়ে
ⓖ ফিনল্যান্ড ⓖ পোল্যান্ড

(ব্যাখ্যা) সুইডেনের রাজধানী স্টকহোম; নরওয়ের রাজধানী অসলো; ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিংকি; পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশ।

৩০. কোন আরব দেশ সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে?

ⓚ ইরাক ⓚ মিশর
ⓖ কুয়েত ⓖ জর্ডান

(ব্যাখ্যা) আরব ভূখণ্ডের দেশ হিসেবে প্রথম ইরাক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে ৮ জুলাই ১৯৭২ এবং প্রথম মুসলিম দেশ হিসেবে সেনেগাল ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। মিশর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, কুয়েত স্বীকৃতি দেয় ৪ নভেম্বর ১৯৭৩। উল্লেখ্য, বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম দেশ ভারত (৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১)।

৩১. সোনালী আঁশের দেশ কোনটি?

ⓚ ভারত ⓚ শ্রীলঙ্কা
ⓖ পাকিস্তান ⓖ বাংলাদেশ

৩২. বাংলা একাডেমির মূল ভবনের নাম কি ছিল?

ⓚ বর্ধমান হাউজ ⓚ বাংলা ভবন
ⓖ আহসান মঞ্জিল ⓖ চামেলী হাউজ

উত্তর

২২	খ
২৩	Note
২৪	Note
২৫	গ
২৬	ক
২৭	গ
২৮	ক
২৯	গ
৩০	ক
৩১	ঘ
৩২	ক

(ব্যাখ্যা) ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৫ সালের ৩ ডিসেম্বর বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা একাডেমি ভবনের পূর্বনাম বর্ধমান হাউস। বাংলা একাডেমির প্রথম পরিচালক ড. মুহম্মদ এনামুল হক এবং প্রথম মহাপরিচালক ড. মযহারুল ইসলাম।

৩৩. ঢাকা বিভাগে কয়টি জেলা আছে?
ⓚ ১৫টি ⓚ ১৭টি
ⓖ ১৪টি ⓖ ১২টি

[Note : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ঢাকা বিভাগ থেকে চার জেলা (ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর ও নেত্রকোনা) নিয়ে দেশের অষ্টম বিভাগ হিসেবে ময়মনসিংহ বিভাগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাই বর্তমানে ঢাকা বিভাগে মোট ১৩টি জেলা রয়েছে। এগুলো হলো— ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, মাদারীপুর, ফরিদপুর, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জ ও রাজবাড়ি। উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম বিভাগে ১১টি, রাজশাহী বিভাগে ৮টি, রংপুর বিভাগে ৮টি, খুলনা বিভাগে ১০টি, সিলেট বিভাগে ৪টি এবং বরিশাল বিভাগে ৬টি জেলা রয়েছে।]

৩৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় কোন সালে?
(ক) ১৯০৫ সালে (খ) ১৯১১ সালে
(গ) ১৯৩৫ সালে (ঘ) ১৯২১ সালে

(ব্যাখ্যা) বঙ্গভঙ্গ রদ হলে ব্রিটিশ সরকার পূর্ববঙ্গে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয় এবং এজন্য ১৯১২ সালে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট নাথান কমিশন গঠিত হয়। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জমি দান করেন। কলকাতার হিন্দুদের ব্যাপক বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়।

৩৫. সুইডেনের মুদ্রার নাম কি?
(ক) পাউন্ড (খ) ডলার
(গ) ক্রোনা (ঘ) পেসো

(ব্যাখ্যা) ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত পুরাতন সদস্য (১৫টি) রাষ্ট্রের মধ্যে যুক্তরাজ্য, ডেনমার্ক ও সুইডেন ইউরো গ্রহণ করেনি। সুইডেন এখনও মুদ্রা হিসেবে 'ক্রোনা' ব্যবহার করছে। অন্যদিকে পাউন্ড যেসব দেশে প্রচলিত সেগুলো হলো— যুক্তরাজ্য (পাউন্ড স্টার্লিং), সিরিয়া, সাইপ্রাস, লেবানন, সুদান ও মিশর। ডলার প্রচলিত রয়েছে এরূপ কিছু দেশ হলো : যুক্তরাষ্ট্র, সিঙ্গাপুর, বাহরাইন, পূর্ব তিমুর, কানাডা, জ্যামাইকা, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি এবং পেসো প্রচলিত রয়েছে এরূপ কিছু দেশ হলো— ফিলিপাইন, গিনি বিসাউ, মেক্সিকো, কিউবা, আর্জেন্টিনা, চিলি, কলম্বিয়া ইত্যাদি।

৩৬. NAM-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?
(ক) ১০০ (খ) ১১০
(গ) ১১৪ (ঘ) ১১০

[Note : NAM-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১২০। ২৫ মে ২০১১ আজারবাইজান ও ফিজিকে সদস্য পদ দেয়া হলে সদস্য সংখ্যা ১২০-এ উন্নীত হয়।]

৩৭. কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট যে অট্টালিকায় অবস্থিত তার নাম কি?
(ক) মার্লবোরো হাউজ (খ) হোয়াইট হাউজ
(গ) বাকিংহাম প্রাসাদ (ঘ) দি চেকার্স

(ব্যাখ্যা) মার্লবোরো হাউজ লন্ডনে অবস্থিত। মার্লবোরো হাউজের অপর নাম পলমল। অন্যদিকে হোয়াইট হাউজ ওয়াশিংটনে অবস্থিত মার্কিন প্রেসিডেন্টের বাসভবন এবং বাকিংহাম প্রাসাদ লন্ডনে অবস্থিত ইংল্যান্ডের রানীর বাসভবন।

৩৮. সতীদাহ প্রথা কবে রহিত হয়?
(ক) ১৮১৯ সালে (খ) ১৮২৯ সালে
(গ) ১৮৩৯ সালে (ঘ) ১৮৪৯ সালে

(ব্যাখ্যা) সতীদাহ প্রথা হলো সহমরণ বিষয়ক সনাতন ধর্মাবলম্বীদের এক বিশেষ প্রথা। স্বামীর মৃত্যু হলে স্বামীর চিতায় স্ত্রীকে জীবন্ত দাহ করা হতো। রাজা রামমোহন রায়ের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ১৮২৯ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক 'সতীদাহ প্রথা' রহিত করেন।

৩৯. প্রথম সাফ গেমস কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
(ক) ঢাকা (খ) নয়াদিল্লী
(গ) কলম্বো (ঘ) কাঠমান্ডু

(ব্যাখ্যা) প্রথম সাফ গেমস (বর্তমানে সাউথ এশিয়ান গেমস বা এসএ গেমস) ১৯৮৪ সালে অনুষ্ঠিত হয় নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে। এ গেমসে বাংলাদেশ দুটি স্বর্ণপদক জয় করে। এ গেমস সার্কের আনুষ্ঠানিক যাত্রার আগে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকায় এ গেমস হয় ১৯৮৫ ও ১৯৯৩ এবং কলম্বোতে ১৯৯১ সালে। কাঠমান্ডুতে দ্বিতীয় বার ১৯৯৯ সালে সাফ গেমস হয়। ভারতের কলকাতায় (১৯৮৭) ও মাদ্রাজে (১৯৯৫) এ গেমস অনুষ্ঠিত হয়। দশম সাফ গেমস অনুষ্ঠিত হয় ২০০৬ সালে শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে। সর্বশেষ দ্বাদশ গেমস অনুষ্ঠিত হয় ২০১৬ সালে ভারতের আসাম ও মেঘালয়ে।

৪০. দহগ্রাম ছিটমহল কোন জেলায় অবস্থিত?
(ক) নীলফামারী (খ) কুড়িগ্রাম
(গ) লালমনিরহাট (ঘ) দিনাজপুর

(ব্যাখ্যা) ১৯৭২ সালে ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি অনুযায়ী দহগ্রাম আঙ্গরপোতা বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলার একটি ছিটমহলে পরিণত হয়।

৪১. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ কার রচনা?
(ক) দীনেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (খ) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
(গ) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (ঘ) সুকুমার সেন

(ব্যাখ্যা) বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গবেষক দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯ খ্রি.) কর্তৃক রচিত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ ইতিহাস গ্রন্থ 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' ও 'মৈমনসিংহ গীতিকা' সম্পাদনা তার বঙ্গ-সংস্কৃতি সেবার আর এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

উত্তর

৩৩	Note
৩৪	ঘ
৩৫	গ
৩৬	Note
৩৭	ক
৩৮	খ
৩৯	ঘ
৪০	গ
৪১	ক

www.boighar.com

৪২. 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' কে রচনা করেন?
ⓚ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ⓚ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
ⓖ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ⓖ মুহম্মদ এনামুল হক

(ব্যাখ্যা) *বিশিষ্ট লেখক, সমাজ সংস্কারক ও শিক্ষাবিদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খ্রি.) রচিত বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' ও 'ব্যাকরণ কৌমুদী' (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ)। ভাষাবিদ, ভাষাবিজ্ঞানী, গবেষক ও শিক্ষাবিদ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯ খ্রি.) রচিত বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম 'বাংলা ব্যাকরণ'। শিক্ষাবিদ ও গবেষক মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০৬-১৯৮২ খ্রি.) রচিত বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম 'ব্যাকরণ মঞ্জরী'।*

৪৩. 'পদাবলী'র প্রথম কবি কে?
ⓚ শ্রীচৈতন্য ⓚ বিদ্যাপতি
ⓖ চণ্ডীদাস ⓖ জ্ঞানদাস

(ব্যাখ্যা) *বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলীর আদি রচয়িতা কবি চণ্ডীদাস (আনুমানিক ১৩৭০-১৪৩৩ খ্রি.)। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি (১৩৮০-১৪৬০ খ্রি; মতান্তরে ১৩৯০-১৪৯০ খ্রি.) ছিলেন বাঙালি বৈষ্ণবের গুরুস্থানীয়, রসিক বাঙালির শ্রদ্ধেয় কবি, বৈষ্ণব সহজিয়া সাধকদের নবরসিকের অন্যতম। চৈতন্যপরবর্তী কবি জ্ঞানদাস ছিলেন আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর কবি এবং চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য।*

৪৪. দোভাষী পুঁথি বলতে কি বোঝায়?
ⓚ দুই ভাষায় রচিত পুঁথি
ⓚ কয়েকটি ভাষার শব্দ ব্যবহার করে মিশ্রিত ভাষায় রচিত পুঁথি
ⓖ তৈরি করা কৃত্রিম ভাষায় রচিত পুঁথি
ⓖ আঞ্চলিক বাংলায় রচিত পুঁথি

(ব্যাখ্যা) *'দোভাষী পুঁথি' শুধু দুটি ভাষায় রচিত পুঁথি নয়। বাংলা, হিন্দি, ফারসি, আরবি, তুর্কি ইত্যাদি ভাষার সংমিশ্রণে রচিত পুঁথিই হলো 'দোভাষী পুথি'।*

৪৫. 'সঞ্চয়িতা' কোন কবির কাব্য সংকলন?
ⓚ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ⓚ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
ⓖ কাজী নজরুল ইসলাম ⓖ জসীমউদ্‌দীন

(ব্যাখ্যা) *কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১ খ্রি.) অন্যতম কাব্য সংকলন হলো 'সঞ্চয়িতা'। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮২-১৯২২ খ্রি.) উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হলো 'বেণু ও বীণা' 'কুহু ও কেকা', 'সন্ধিক্ষণ' ইত্যাদি। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬ খ্রি.) কাব্য সংকলন হলো 'সঞ্চিতা'। পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীনের (১৯০৩-১৯৭৬ খ্রি.) কাব্য হলো 'রাখালী', 'বালুচর', 'ধানক্ষেত', 'মাটির কান্না', 'সুচয়নী' ও 'রূপবতী'।*

৪৬. রবীন্দ্রনাথের কোন গ্রন্থটি নাটক?
ⓚ চোখের বালি ⓚ বলাকা
ⓖ ঘরে-বাইরে ⓖ রক্তকরবী

(ব্যাখ্যা) *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হলো 'চিত্রাঙ্গদা' (১২৯৯), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯), 'রাজা' (১৯১০), 'অচলায়তন' (১৯১১), 'ডাকঘর' (১৯১২), 'রক্তকরবী' (১৯২৪), 'তাসের দেশ' (১৯৩৩) 'চণ্ডালিকা' (১৯৩৩) ইত্যাদি।*

৪৭. কোন কবিতা রচনার কারণে নজরুল ইসলামের কারাদণ্ড হয়েছিল?
ⓚ বিদ্রোহী ⓚ আনন্দময়ীর আগমনে
ⓖ কাণ্ডারী হুশিয়ার ⓖ অগ্রপথিক

(ব্যাখ্যা) *'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা রচনার জন্য তিনি এক বছরের জন্য কারারুদ্ধ হন। এছাড়া 'প্রলয় শিখা'র জন্যও তিনি ছয় মাস কারারুদ্ধ হন।*

৪৮. কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত লেখা কোনটি?
ⓚ বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী ⓚ মুক্তি
ⓖ হেবা ⓖ বিদ্রোহী

(ব্যাখ্যা) *কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত লেখা (গল্প) 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' মাসিক 'সওগাত' পত্রিকায় ১৩২৬ বঙ্গাব্দের (১৯১৯ খ্রি.) জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। তার রচিত প্রথম কবিতা 'মুক্তি' প্রথম প্রকাশিত হয় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র শ্রাবণ সংখ্যায় ১৩২৬ বঙ্গাব্দে।*

৪৯. সওগাত পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?
ⓚ মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন ⓚ আবুল কালাম শামসুদ্দীন
ⓖ কাজী আব্দুল ওদুদ ⓖ সিকান্দার আবু জাফর

(ব্যাখ্যা) *কোলকাতা থেকে সচিত্র মাসিক সাহিত্যপত্র 'সওগাত' ১৩২৫ বঙ্গাব্দের (১৯১৮ খ্রি.) অগ্রহায়ণ প্রকাশ ও সম্পাদনা ছিল মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (১৮৮৮-১৯৯৪ খ্রি.) এর জীবনের প্রধান কীর্তি। এতে নবীন-প্রবীণ মুসলমান সাহিত্যিকমণ্ডলীর মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তা-সমৃদ্ধ রচনা প্রকাশ করে পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজকে প্রগতির পথে নিয়ে যান।*

৫০. 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থটির কবি কে?
ⓚ ফররুখ আহমদ ⓚ আহসান হাবিব
ⓖ শামসুর রাহমান ⓖ হাসান হাফিজুর রহমান

(ব্যাখ্যা) *চল্লিশের দশকে আবির্ভূত শক্তিমান কবিদের অন্যতম ফররুখ আহমদের (১৯১৮-১৯৭৪ খ্রি). প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালে। তার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'সিরাজাম মুনীরা' (১৯৫২), 'নৌফেল ও হাতেম' (কাব্যনাট্য, ১৯৬১), 'মুহূর্তের কবিতা' (সনেট সংকলন, ১৯৬৩), 'হাতেমতায়ী' (কাহিনী কাব্য, ১৯৬৬) ইত্যাদি।*

৫১. 'পথের দাবি' উপন্যাসের রচয়িতা কে?
ⓚ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ⓚ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
ⓖ সত্যেন সেন ⓖ সুকান্ত ভট্টাচার্য

(ব্যাখ্যা) *খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবি' ১৯২৬ সালে প্রকাশিত রাজনৈতিক পটভূমিতে লিখিত উপন্যাস, যা তৎকালীন সময়ে রাজরোষে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। তার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হলো 'পরিণীতা' (১৯১৪), 'বিরাজ বৌ' (১৯১৪), 'বৈকুণ্ঠের উইল' (১৯১৬), 'দেবদাস' (১৯১৭), 'চরিত্রহীন' (১৯১৭), 'শ্রীকান্ত' (১ম পর্ব-১৯১৭, ২য় পর্ব ১৯১৮, ৩য় পর্ব ১৯২৭, ৪র্থ পর্ব ১৯৩৩), 'শেষ প্রশ্ন' (১৯৩১), 'বিপ্রদাস' (১৯৩৫)।*

উত্তর

৪২	খ
৪৩	গ
৪৪	খ
৪৫	ক
৪৬	ঘ
৪৭	খ
৪৮	ক
৪৯	ক
৫০	ক
৫১	ক

 Boighar.com

৫২. অপলাপ শব্দের অর্থ কি?

ⓚ অস্বীকার ⓛ মিথ্যা
ⓖ প্রলাপ ⓘ অসদালাপ

(ব্যাখ্যা) *'অপলাপ' শব্দটি সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত, যার শাব্দিক অর্থ সত্য অস্বীকার, গোপন বা মিথ্যা উক্তি।*

৫৩. পদ বা পদাবলী বলতে কি বুঝায়?

ⓚ লাচাড়ী ছন্দে রচিত পদ্য বা কবিতাবলী
ⓛ পদ্যাকারে রচিত দেবস্তুতিমূলক রচনা
ⓖ বাউল বা মরমী গীতি
ⓘ বৌদ্ধ বা বৈষ্ণবীয় ধর্মের গূঢ় বিষয়ের বিশেষ সৃষ্টি

(ব্যাখ্যা) *পদ বা পদাবলী বলতে সাধারণত শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের লীলাকথা নিয়ে গান করার জন্য রচিত কমনীয় কবিতাকে বুঝায়। দ্বাদশ শতকে জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে 'পদাবলী' শব্দটি ব্যবহার করেন। এটি একাধারে সাহিত্য ও সাধনার অবলম্বন। উপনিষদে যে ব্রাহ্মকে রসস্বরূপ বলা হয়েছে এবং প্রিয়রূপে উপাসনা করতে উপদেশ দেয়া হয়েছে, সেই অনন্তরসের আধার শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করার ও করানোর জন্য পদাবলী রচিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য পদাবলী সংকলনের মধ্যে সপ্তদশ শতকের শেষভাগে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সংকলিত 'ক্ষণদাগীতচিন্তামনি' কে প্রাচীনতম বলে মনে করা হয়। পদাবলীর বৃহত্তম ও অধিক প্রচারিত সংকলন বৈষ্ণবদাস ওরফে গোকুলানন্দ সেনের 'পদকল্পতরু' (৩১০১টি পদ)।*

৫৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক) কারা রচনা করেন?

ⓚ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও সৈয়দ আলী আহসান
ⓛ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও মুহম্মদ আব্দুল হাই
ⓖ মুহম্মদ আব্দুল হাই, আনিসুজ্জামান ও আনোয়ার পাশা
ⓘ মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান

(ব্যাখ্যা) *শিক্ষাবিদ, ধ্বনিতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক মুহম্মদ আব্দুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯ খ্রি.) এবং শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২ খ্রি.) যুগ্মভাবে 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (আধুনিক) গবেষণাগ্রন্থটি রচনা করেন।*

৫৫. কোনটি ঠিক?

ⓚ গোরা (নাট্যগ্রন্থ) ⓛ বিদ্রোহী (কাব্যগ্রন্থ)
ⓖ পথের দাবী (উপন্যাস) ⓘ একাত্তরের দিনগুলি (উপন্যাস)

(ব্যাখ্যা) *'পথের দাবী' ১৯২৬ সালে প্রকাশিত কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক পটভূমিতে রচিত উপন্যাস। 'গোরা' ১৯১০ সালে প্রকাশিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপটে রচিত উপন্যাস। 'বিদ্রোহী' ১৯২১ সালে সাপ্তাহিক 'বিজলী'র ২২ পৌষ (১৩২৮) সংখ্যায় প্রকাশিত কাজী নজরুল ইসলামের একটি কবিতা, যার রচনা তাকে 'বিদ্রোহী' খ্যাতি এনে দেয়। 'একাত্তরের দিনগুলো' শহীদ জননী জাহানারা ইমামের (১৯২৯-১৯৯৪ খ্রি.) ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের ওপর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ।*

৫৬. কোনটি হযরত মুহম্মদ (স)-এর জীবনী গ্রন্থ?

ⓚ মরুমায়া ⓛ মরু ভাস্কর
ⓖ মরুতীর্থ ⓘ মরু কুসুম

(ব্যাখ্যা) *হযরত মুহাম্মদ (স) এর জীবনী নিয়ে লিখিত 'মরু ভাস্কর' (১৯৪১) গ্রন্থটি সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪ খ্রি.) রচনা করেন। অন্যদিকে 'মরুমায়া' (১৯৩০) কাব্যগ্রন্থটি কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪ খ্রি.); রচনা করেন।*

৫৭. পদাবলী লিখেছেন–

ⓚ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ⓛ মাইকেল মধুসূদন
ⓖ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ⓘ কায়কোবাদ

(ব্যাখ্যা) *রাধা-কৃষ্ণের জীবন অবলম্বন করে যে ধারাটি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে সেটা হলো পদাবলী বা পদাবলী কাব্য। প্রশ্নে উল্লিখিত চারজনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই পদাবলী রচনা করেছেন, যার নাম 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী', যা তিনি ব্রজবুলি ভাষায় রচনা করেন। বৈষ্ণব পদাবলীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি এটি রচনা করেন। পদাবলীর প্রধান কবিদের মধ্যে রয়েছেন– বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ।*

৫৮. 'বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান'-এর সম্পাদক কে?

ⓚ মুহম্মদ আব্দুল হাই ⓛ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
ⓖ মুহম্মদ এনামুল হক ⓘ আহমদ শরীফ

(ব্যাখ্যা) *বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আহমদ শরীফ (১৯২১–১৯৯৯) 'বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান' সম্পাদনা করেন, যা ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে ভাষাবিদ, ভাষাবিজ্ঞানী, গবেষক ও শিক্ষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯ খ্রি.) সম্পাদনা করেন 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' (দুই খণ্ড)।*

৫৯. 'ভিক্ষুকটা যে পিছনে লেগেই রয়েছে, কী বিপদ!'– এই বাক্যের 'কী'-এর অর্থ–

ⓚ ভয় ⓛ রাগ
ⓖ বিরক্তি ⓘ বিপদ

(ব্যাখ্যা) *এরূপ ক্ষেত্রে বাক্যের ভাব বুঝেই 'কী' এর অর্থ নিরূপণ করতে হবে। সে হিসেবে এর অর্থ 'ভয়' 'রাগ' বা 'বিপদ' নয়, অবশ্যই 'বিরক্ত'।*

৬০. 'ঢাকের কাঠি' বাগধারার অর্থ–

ⓚ সাহায্যকারী ⓛ তোষামুদে
ⓖ বাদক ⓘ স্বাস্থ্যহীন লোক

Each question below consists of a related pair of words; select the pair that best expresses a relationship similar to that expressed in the original pair.

৬১. Submission — Yielding.

ⓚ Subjection ... Liberation.
ⓛ Restrain ... Indulge.
ⓖ Compliant ... Acquiescent
ⓘ Restriction ... Relaxation.

উত্তর

৫২	ক
৫৩	খ
৫৪	ঘ
৫৫	গ
৫৬	খ
৫৭	ক
৫৮	ঘ
৫৯	গ
৬০	খ
৬১	গ

VisionApps10

(ব্যাখ্যা) এখানে মূলশব্দ Submission অর্থ হলো আনুগত্য, নম্রতা, বশ্যতা আর Yielding অর্থ হলো নম্র, বিনয়ী। অন্যদিকে, 'ক'-তে আছে Subjection পরাধীনতা, বশ্যতা, দমন ইত্যাদি। Liberation– মুক্তি, স্বাধীনতা। 'খ'-তে আছে, Restrain— দমন করা, নিয়ন্ত্রণ করা, বাঁধা প্রদান। Indulge–সাধ মিটানো, পরিতৃপ্ত করা। 'গ'-তে আছে, Compliant— রাজী, সম্মত। Acquiescent— সম্মতি, রাজী, মৌনসম্মতি। 'ঘ'-তে আছে, Restriction—বাঁধা, নিষেধ। Relaxation—প্রশমন, শ্লথ, কম কঠোরতাপূর্ণ।
এখানে মূল জোড়ায় সম্পর্ক হলো যে ব্যক্তি Yielding (নম্র) তার মধ্যেই থাকে Submission (নম্রতা)। অনুরূপ উত্তর 'গ'-তে দেখা যাচ্ছে, যার মধ্যে Acquiescent আছে সে-ই compliant (সম্মত)। সুতরাং সঠিক উত্তর 'গ'।

৬২. **Vacillate ... Hesitate**
ⓚ Persevere ... Waiver
ⓚ Impulsive ... Deliberate
ⓖ Obstinate ... Accommodating
ⓖ Irresolute ... Indecisive.

(ব্যাখ্যা) এখানে মূল শব্দ vacillate অর্থ দ্বিধান্বিত হওয়া বা ইতস্তত করা এবং hesitate অর্থও ইতস্তত করা, দ্বিধান্বিত হওয়া, সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগা প্রভৃতি। অন্যদিকে 'ক'-তে আছে–Persevere—অধ্যবসায়ী হওয়া, নিরবিচ্ছিন্ন মনোযোগ সহকারে কাজ করা, Waiver—স্বত্বত্যাগ, দাবির পরিত্যাগ, না-দাবিকরণ প্রভৃতি।
'খ'-তে আছে– Impulsive—আবেগ তাড়িত, আবেগ প্রবৃত্ত, অন্তরাবেগ চালিত Deliberate—সুচিন্তিত, ইচ্ছাকৃত, উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রভৃতি।
'গ'-তে আছে–Obstinate— একগুঁয়ে, জেদি, দুর্দমনীয়। Accommodating— অমায়িক, সুনম্র, ভদ্র।
'ঘ' তে আছে– Irresolute—অস্থির চিত্ত, অস্থির মতি, চলচিত্ত প্রভৃতি। Indecisive—অনিশ্চিত, অস্থিরমতি, দ্বিধান্বিত ইত্যাদি। ওপরের বিশ্লেষণে দেখা যায় ক, খ এবং গ কোনো জোড়াতেই Synonymous সম্পর্ক বুঝাচ্ছে না, একমাত্র 'ঘ' ই মূল শব্দ জোড়ার মতো Synoymous সম্পর্কে বুঝাচ্ছে। সুতরাং 'ঘ' উত্তরটি সঠিক।

৬৩. **Assert ... Dissent.**
ⓚ Affirm ... Object.
ⓚ Reject ... Disapprove.
ⓖ Acknowledge ... Recognize.
ⓖ Endorse ... Ratify.

(ব্যাখ্যা) মূল শব্দ Assert অর্থ দাবি করা, দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা, এবং Dissent অর্থ আপত্তি করা, অনুমোদন করতে অস্বীকার করা। এ শব্দজোড়া পরস্পর বিপরীত অর্থ প্রকাশ করছে।
'ক' তে আছে– Affirm— দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা, নিশ্চিত রূপে বলা। Object—আপত্তি করা, অভিযোগ করা, অস্বীকার করা।
'খ' তে আছে–Reject— বাতিল করা, প্রত্যাখ্যান করা, অগ্রাহ্য করা। Disapprove—প্রত্যাখ্যান করা, বাতিল করা, অনুমোদন না করা।
'গ' তে আছে– Acknowledge—স্বীকার করা, মেনে নেওয়া, প্রাপ্তি স্বীকার। Recognize—স্বীকৃতি দেওয়া, চিনতে পারা প্রভৃতি।
'ঘ' তে আছে–Endorse—অনুমোদন করা। Ratify—অনুমোদন করা ও দেয়া।
ওপরের choiceগুলোর শব্দ জোড়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মূল শব্দ জোড়ার সঙ্গে একমাত্র choice 'ক'-এর শব্দ জোড়ারই মিল রয়েছে। সুতরাং সঠিক উত্তর 'ক'।

৬৪. **Distort ... Twist.**
ⓚ Straighten... Bend. ⓚ Deform... Reform.
ⓖ Harmonize... Balance ⓖ Observe... Blur.

(ব্যাখ্যা) এখানে মূল শব্দ জোড়ার Distort অর্থ বিকৃত করা এবং Twist অর্থ মোচড়ানো, বিকৃত করা প্রভৃতি। অর্থাৎ শব্দ জোড়া পরস্পর সমার্থক অর্থ প্রকাশ করছে।
'ক' তে আছে– Straighten— সোজা করা। Bend— বাকানো। 'খ' তে আছে–Deform— বিকৃতকরণ। Reform— সংশোধন। 'গ' তে আছে–Harmonize—সমন্বয় সাধন করা, খাপ খাওয়া। Balance—সদৃশ করা, ভারসাম্য অবস্থায় রাখা। 'ঘ' তে আছে–Observe— পর্যবেক্ষণ করা, পালন করা, উদ্‌যাপন করা। Blur— দুর্বোধ্য, অস্পষ্ট, কলংক, দাগ।
ওপরের choice গুলোর মধ্যে শুধুমাত্র 'গ' উত্তরের শব্দ জোড়াই পরস্পর সমার্থক অর্থ প্রকাশ করছে। অতএব সঠিক উত্তর 'গ'।

Question No.65—69 are incomplete sentence. Choose the word or phrase that best completes the sentence.

৬৫. **Government has been entrusted ... elected politicians.**
ⓚ with ⓚ for
ⓖ to ⓖ at

(ব্যাখ্যা) Entrusted with + something— কোনো কিছুতে আস্থা স্থাপন করা;
Entrusted for— এ জাতীয় ব্যবহার ভুল।
Entrusted to someone— কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে বিশ্বাস করা;
Entrusted at—এ জাতীয় ব্যবহার ভুল।
যেহেতু শূন্যস্থানের পরে elected politicians দ্বারা ব্যক্তিবর্গ নির্দেশ করছে।
সুতরাং সঠিক উত্তর 'গ'।

৬৬. **He has paid the penalty ... his crimes .. five years in prison.**
ⓚ for, with ⓚ at, by
ⓖ about, at ⓖ after, in

(ব্যাখ্যা) paid for + something/action— পুরস্কার, শাস্তি প্রদান। ৫ বছর কারাদণ্ড সহ-অর্থে five year-এর পূর্বে with বসবে। সুতরাং সঠিক উত্তর 'ক'।

উত্তর

৬২	ঘ
৬৩	ক
৬৪	গ
৬৫	গ
৬৬	ক

VisionApps10

৬৭. The path ... paved, so we were able to walk through the path.

ⓚ was ⓛ had been
ⓜ has been ⓝ being

(ব্যাখ্যা) বাক্যে past tense-এ দুটি clause রয়েছে এবং এখানে অতীতকালের দুটি কাজের কথা নির্দেশ করা হয়েছে। নিয়মানুযায়ী পূর্বে সংগঠিত কাজটির হবে past perfect tense আর পরেরটি হবে past indefinite tense. আমরা রাস্তাটিতে হাটতে সমর্থ হয়েছিলাম (So, we were able to walk through the path) যেহেতু ইতিপূর্বে রাস্তাটি পাকা করা হয়েছিল। সুতরাং পাকা করার কাজটি আগে হয়েছিল (The path had been paved). সুতরাং 'খ' উত্তরটি সঠিক।

৬৮. In spite of my requests, he did not—

ⓚ give in ⓛ fall in
ⓜ get off ⓝ give forth

(ব্যাখ্যা) প্রদত্ত phrasal verb গুলোর অর্থ হলো–
Give in —আত্মসমর্পণ করা; বশ্যতা স্বীকার করা।
Fall in — ভেঙে পড়া; সারি বেধে দাঁড়ানো।
Get off—যাত্রা করা, রওনা দেয়া।
Give forth—উদগীরণ করা, নিঃসৃত করা/হওয়া।
Give in দিয়েই বাক্যটি অর্থবোধক হয়– 'আমার অনুরোধ সত্ত্বেও সে বশ্যতা স্বীকার করেনি।' সুতরাং উত্তর 'ক'।

৬৯. The children studied in a class room— windows were never opened.

ⓚ that ⓛ which
ⓜ where ⓝ whose

(ব্যাখ্যা) বাক্যের শূন্যস্থানের পূর্বের অংশটির অর্থ হলো শিশুরা একটি কক্ষে অধ্যয়ন করল। আর পরের অংশটির অর্থ করা যায়, জানালাগুলো কখনো খোলা হয়নি। দুটি অংশকে একত্র করতে হলে relative pronoun ব্যবহার করতে হবে। এখন শূন্যস্থানের পূর্বে room এবং পরে window থাকায় এদের মধ্যে সম্পর্ক বোঝাচ্ছে। আর সম্পর্ক বোঝানোর ক্ষেত্রে relative pronoun এর possessive হয় অর্থাৎ whose (যার) হবে।

Question No. 70—72 are incomplete sentence. Fill in the gaps by choosing one word from the choices given.

৭০. To stay healthy, we must plan to have a balanced—.

ⓚ food ⓛ diet
ⓜ outlook ⓝ figure

(ব্যাখ্যা) বাক্যে have অর্থ হলো খাওয়া। এক্ষেত্রে balanced food এবং balanced diet ব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে। Outlook (দৃশ্য) এবং figure(সংখ্যা) খাওয়া যায় না। সুতরাং diet এবং food-এর মধ্যে balanced food-এ জাতীয় phrase-এর ব্যবহার তেমন দেখা যায় না। তাছাড়া food-এর আগে a বসানো যায় না, diet-এর আগে বসে। সুতরাং উত্তর 'খ' সঠিক।

৭১. We must keep our fingers ... that the weather will stay fine for the picnic tomorrow.

ⓚ raised ⓛ pointed
ⓜ lifted ⓝ cressed (crossed)

(ব্যাখ্যা) Keeping fingers raised, keeping fingers pointed or keeping fingers lifted এ জাতীয় phrase সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু keep one's fingers crossed (cressed) অর্থ হলো আশা পোষণ করা, কামনা করা। সুতরাং উত্তর 'ঘ' সঠিক।

৭২. They have — their support for our case

ⓚ pledged ⓛ disavowed
ⓜ provided ⓝ defered

(ব্যাখ্যা) pledge—অঙ্গীকার করা, প্রতিজ্ঞা করা, জামানত রাখা। provide—সরবরাহ করা, সংস্থান করা। defere—বিলম্বিত করা, স্থগিত করা/মুলতবি করা। disavow—অস্বীকার করা। সুতরাং অর্থানুসারে 'ক'-ই most appropriate।

Choose the correct meaning of the following words : (73—75)

৭৩. Cul-de-sac

ⓚ selection ⓛ dead end
ⓜ error ⓝ bubble

(ব্যাখ্যা) Cul-de-sac একটি ফরাসি শব্দ, যার অর্থ হলো কানাগলি। অন্যদিকে, selection—নির্বাচন; dead end—কানাগলি; error—ভুল; bubble—বুদবুদ, অবাস্তব, চিন্তা বা পরিকল্পনা। সুতরাং উত্তর 'খ' সঠিক।

৭৪. Parcel

ⓚ quarrel ⓛ piece of land
ⓜ postage ⓝ unobstracted view.

(ব্যাখ্যা) parcel অর্থ হলো মোড়ক, এর আরেক অর্থ হলো এক খণ্ড জমি।
quarrel—ঝগড়া, বিবাদ; piece of land—জমির টুকরো; postage—ডাকমাশুল; unobstracted view—বাধাহীন দৃষ্টি। সুতরাং সঠিক উত্তর 'খ'।

৭৫. Ruminant

ⓚ Cud-chewing animal ⓛ Soup
ⓜ Gossip ⓝ Noise-maker.

(ব্যাখ্যা) Ruminant অর্থ হলো জাবর কাটা প্রাণী।
অন্যদিকে, Cud-chewing animal—জাবর কাটা প্রাণী; Soup—ঝোল; Gossip—খোশগল্প; Noise-maker—শোরগোলকারী। সুতরাং সঠিক উত্তর 'ক'।

Read the following passage and answer questions 76-80.

On the face of it, telescopes and data bases sound like very different things. Telescopes sit on the top of mountains, and are pointed at the skies; data bases sit on computer hard

উত্তর

৬৭	খ
৬৮	ক
৬৯	ঘ
৭০	খ
৭১	ঘ
৭২	ক
৭৩	খ
৭৪	খ
৭৫	ক

disks, humming away and going no where. Yet they have something in common; both allow astronomers to explore the universe.
Modern telescopes are highly automated pieces of machinery equipped with digital sensors that produce reams of observational data. Such data can be stored, processed and distributed just like other digital information.This means it is no longer necessary for astronomer actually to visit a telescope to make observation.

৭৬. ⓚ Telescopes and data bases complement each other for the astronomer
ⓚ Telescopes and data bases are both becoming relevant for the astronomer
ⓖ Telescopes and data bases have nothing in common for the astronomer
ⓖ Telescopes and data bases can be confusing to the astronomer

(ব্যাখ্যা) Option (ক)-তে বলা হয়েছে— টেলিস্কোপ এবং ডেটাবেস উভয়ই পরস্পর পূরক। সুতরাং একটির কাজ অপরটির দ্বারা করা সম্ভব। Option (খ)-তে বলা হয়েছে— টেলিস্কোপ ও ডেটাবেস ক্রমশ প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেছে। Option (গ)-তে উল্লেখ করা হয়েছে, এদের উভয়ের মধ্যে কোনো মিল বা ঐক্য নেই। Option (ঘ) তে বলা হয়েছে টেলিস্কোপ এবং ডেটাবেস উভয়ই astronomer দের নিকট বিভ্রান্তিকর।
উপরের option-গুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যায় (ক) উত্তরটিই সঠিক।

৭৭. Data bases sit on computer disks, humming away implies.
ⓚ Data bases are singing instrumant
ⓚ Data bases are useless and static
ⓖ Data bases make soft-sound but ate working away.
ⓖ Data bases are things of the past.

(ব্যাখ্যা) Humming away অর্থ হলো অনবরত গুণগুণ করে কাজ করে চলে। এক্ষেত্রে (ক)-তে বলা হচ্ছে Data base হলো গানের যন্ত্র, (খ)-তে বলা হচ্ছে এটি ব্যবহার অযোগ্য এবং স্থবির। (ঘ)-তে বলা হচ্ছে এটি অতীতের বিষয়। আর (গ)-তে বলা হয়েছে এটি মৃদু আওয়াজ সৃষ্টি করে; কাজ করে চলে, যা মূল বাক্যের অর্থের সথে সংগতিপূর্ণ। সুতরাং (গ) সঠিক।

৭৮. Modern data base produce reams of observational data.
ⓚ Data bases produce a lot of information
ⓚ Data bases are pecked with paper.
ⓖ Data bases create information instantly.
ⓖ Data bases are of limited use in strong information.

(ব্যাখ্যা) Produce reams of observational data-এতে reams অর্থ হলো ভুরিভুরি, প্রচুর।
Option (ক)-তে বলা হয়েছে a lot of information প্রচুর তথ্য।
Option (খ)-তে বলা হয়েছে packed with paper কাগজে মোড়ানো।
Option (গ)-তে বলা হয়েছে create information instantly—তৎক্ষণিকভাবে তথ্য তৈরি করে।
Option (ঘ)-তে বলা হয়েছে of limited use in strong information তথ্য সংরক্ষণে এর ব্যবহার সীমিত।
সুতরাং এ ব্যাখ্যা হতে বুঝা যায় (ক)-ই সঠিক।

৭৯. ⓚ The contemporary astronomer needs to look at the sky from a mountain top.
ⓚ The contemporary astronomer needs a telescope to explore the universe.
ⓖ The contemporary astronomer needs heavy machinery to explore the universe.
ⓖ the contemporary astronomer needs a telescope equipped with digital sensors to explore the universe.

(ব্যাখ্যা) Option (ক)-তে বলা হয়েছে তাকে পাহাড়ের চূড়া হতে আকাশে তাকিয়ে থাকতে হয়। কিন্তু passage-এ বলা হয়েছে It is no longer necessary to visit a telescope ...
Option (খ)-তে বলা হয়েছে বিশ্বকে আবিষ্কার করতে telescope প্রয়োজন যা উপরোল্লেখিত লাইনটি হতে ভুল বলে ধরা যায়।
Option (গ)-তে বলা হয়েছে, astronomer-দের ভারী যন্ত্রপাতি প্রয়োজন অথচ এ জাতীয় কথা passage-এ বলা হয়নি।
Option (ঘ)-তে বলা হয়েছে diyital sensor যুক্ত telescope প্রয়োজন, যার সমর্থন পাওয়া যায় দ্বিতীয় প্যারার প্রথম বাক্য থেকে। সুতরাং উত্তর (ঘ) ই সঠিক।

৮০. A good title for the passage will be —.
ⓚ Telescope and exploration of the universe.
ⓚ Digital telescope and exploration of the universe.
ⓖ Astronomers and exploration of the universe.
ⓖ Space exploration in the new millennium.

(ব্যাখ্যা) সাধারণত, একাধিক প্যারা বিশিষ্ট passage-এর title নির্ধারণের ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হয় যে, title এর বিষয়টি যেন প্রতিটি প্যারার প্রথমে ও শেষে কোনো না কোনোভাবে বিদ্যমান থাকে। এখানে প্রথম প্যারায় telescope এবং data base-এর সম্পর্ক এবং exploration-এর ক্ষেত্রে তাদের ব্যবহার সম্পর্কে বলা হয়েছে। দ্বিতীয় প্যারার বক্তব্য হলো আধুনিক টেলিস্কোপে Astronomer-এর উপস্থিতি ছাড়াই digital sensor যুক্ত করার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা যায়। অর্থাৎ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে digital telescope-এর বিষয়টিকেই জোর দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সুতরাং বক্তব্য বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতার বিচেনায় (খ)-ই সঠিক উত্তর।

উত্তর

৭৬	ক
৭৭	গ
৭৮	ক
৭৯	ঘ
৮০	খ

৮১. একটি সংখ্যা ৬৫০ থেকে যত বড় ৮২০ থেকে তত ছোট। সংখ্যাটি কত?
ⓚ ৭৩০ ⓚ ৭৩৫
ⓖ ৮০০ ⓖ ৭৮০

ক) ৭৩০ খ) ৭৩৫ গ) ৮০০ ঘ) ৭৮০

ব্যাখ্যা সংখ্যাটি 'ক' হলে,
$৮২০ - ক = ক - ৬৫০$
বা, $২ক = ৮২০ + ৬৫০$
$ক = \frac{১৪৭০}{২}$
$ক = ৭৩৫$

৮২. কোনো পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর ৮০% গণিত এবং ৭০% বাংলায় পাস করলো। উভয় বিষয়ে পাস করলো ৬০%, উভয় বিষয়ে শতকরা কত জন ফেল করলো?
ক) ১৫% খ) ১০%
গ) ১২% ঘ) ১১%

ব্যাখ্যা [১০০ − {(৮০ − ৬০) + (৭০ − ৬০) + ৬০}]% = [১০০ − (২০ + ১০ + ৬০)]% = (১০০ − ৯০)% = ১০%

৮৩. কোন কোন স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বারা ৩৪৬ কে ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে ৩১ অবশিষ্ট থাকে?
ক) ৩৫, ৪৫, ৬৩, ১০৫, ৩১৫
খ) ৩৫, ৪০, ৬৫, ১১০, ৩১৫
গ) ৩৫, ৪৫, ৭০, ১০৫, ৩১৫
ঘ) ৩৫, ৪৫, ৬৩, ১১০, ৩১৫

ব্যাখ্যা ৩৪৬ − ৩১ = ৩১৫
৩১ অপেক্ষা বড় ৩১৫ এর উৎপাদক সেট {৩৫, ৪৫, ৬৩, ১০৫, ৩১৫}

৮৪. একটি দ্রব্য ৩৮০ টাকায় বিক্রয় করায় ২০ টাকা ক্ষতি হলো। ক্ষতির শতকরা হার কত?
ক) ৪% খ) ৬%
গ) ৫% ঘ) ৭%

ব্যাখ্যা ক্রয়মূল্য (৩৮০ + ২০) টাকা = ৪০০ টাকা
শতকরা ক্ষতি $\frac{২০}{৪০০} \times ১০০ = ৫\%$

[Note : লাভ বা ক্ষতি সর্বদা ক্রয়মূল্য বা উৎপাদন মূল্যের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়]

৮৫. দুটি ক্রমিক সংখ্যার বর্গের অন্তর ১৯৯ হলে বড় সংখ্যাটি কত?
ক) ৭০ খ) ৮০
গ) ৯০ ঘ) ১০০

ব্যাখ্যা ধরি, বড় সংখ্যা a
$\therefore a^২ - (a - ১)^২ = ১৯৯$
বা, $a^২ - (a^২ - ২a + ১) = ১৯৯$
বা, $a^২ - a^২ + ২a - ১) = ১৯৯$
বা, $২a = ২০০$
বা, $a = ১০০$

৮৬. একটি প্রকৃত ভগ্নাংশের হর ও লবের অন্তর ২, হর ও লব উভয় থেকে ৩ বিয়োগ করলে যে ভগ্নাংশ পাওয়া যায় তার সঙ্গে $\frac{১}{৪}$ যোগ করলে যোগফল ১ হয়, ভগ্নাংশটি কত?
ক) $\frac{৭}{৯}$ খ) $\frac{৯}{১১}$
গ) $\frac{১১}{১৩}$ ঘ) $\frac{১৩}{১৫}$

ব্যাখ্যা প্রতিটিরই লব ও হরের অন্তর ২।
যেহেতু, $\frac{১}{৪}$ যোগ করলে যোগফল ১ হবে।
সুতরাং ভগ্নাংশটি হতে হবে $\frac{৩}{৪}$
ক. $\frac{৭-৩}{৯-৩} = \frac{৩}{৪} \Rightarrow \frac{৪}{৬} = \frac{২}{৩} \neq \frac{৩}{৪}$
খ. $\frac{৯-৩}{১১-৩} \Rightarrow \frac{৬}{৮} = \frac{৩}{৪}$
উত্তর : $\frac{৯}{১১}$

৮৭. কোন সংখ্যাটি বৃহত্তম?
ক) ০.৩ খ) $\frac{১}{৩}$
গ) $\sqrt{০.৩}$ ঘ) $\frac{২}{৫}$

ব্যাখ্যা
ক) ০.৩ খ) $\frac{১}{৩} = ০.৩৩৩৩$
গ) $\sqrt{০.৩} = ০.৫৪৭৭$ [বৃহত্তম] ঘ) $\frac{২}{৫} = ০.৪$

৮৮. $x + y = 12$ এবং $x - y = 2$ হলে xy-এর মান কত?
ক) 35 খ) 140
গ) 70 ঘ) 144

ব্যাখ্যা $xy = \frac{(x+y)^2 - (x-y)^2}{4}$
$= \frac{12^2 - 2^2}{4} = \frac{144 - 4}{4} = \frac{140}{4} = 35$

৮৯. এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর চেয়ে ৫ বছরের বড়। তার স্ত্রীর বয়স ছেলের বয়সের ৪ গুণ। ৫ বছর পরে ছেলের বয়স ১২ বছর হলে বর্তমান ঐ ব্যক্তির বয়স কত?
ক) ৬৫ বছর খ) ২৮ বছর
গ) ৩৩ বছর ঘ) ৫৩ বছর

ব্যাখ্যা বর্তমানে ছেলের বয়স (১২ − ৫) = ৭ বছর
বর্তমানে ঐ ব্যক্তির বয়স = {(৭ × ৪) + ৫} = ৩৩ বছর

৯০. ৬০ মিটারবিশিষ্ট একটি বাঁশকে ৩ : ৭ : ১০ অনুপাতে ভাগ করলে টুকরাগুলোর সাইজ কত?
ক) ৮ মিটার; ২২ মিটার; ৩০ মিটার
খ) ১০ মিটার; ২০ মিটার; ৩০ মিটার
গ) ৯ মিটার; ২১ মিটার; ৩০ মিটার
ঘ) ১২ মিটার; ২০ মিটার; ২৮ মিটার

উত্তর

৮১	খ
৮২	খ
৮৩	ক
৮৪	গ
৮৫	ঘ
৮৬	খ
৮৭	গ
৮৮	ক
৮৯	গ
৯০	গ

(ব্যাখ্যা) আনুপাতিক ভাগের সমষ্টি ২০

∴ প্রথম টুকরাটি হবে = ৬০ × $\frac{৩}{২০}$ = ৯ মিটার

শুধু 'গ' নং-এ প্রথম টুকরাটি ৯ মিটার।
তাই অন্যগুলো দেখার দরকার নেই।

৯১. নিউট্রন আবিষ্কার করেন–
ক) কিউরি খ) রাদারফোর্ড
গ) চ্যাডউইক ঘ) থমসন

(ব্যাখ্যা) নিউক্লিয়াসে অবস্থিত চার্জ নিরপেক্ষ 'নিউট্রন' ১৯৩২ সালে বিজ্ঞানী চ্যাডউইক আবিষ্কার করেন। রাদারফোর্ড আণবিক নিউক্লিয়াসের মতবাদ আবিষ্কার করেন এবং বিজ্ঞানী স্যার জোসেফ জন থমসন আবিষ্কার করেন 'ইলেকট্রন'।

৯২. যেসব নিউক্লিয়াসের নিউট্রন সংখ্যা সমান কিন্তু ভরসংখ্যা সমান নয় তাদের বলা হয়–
ক) আইসোটোপ খ) আইসোমার
গ) আইসোটোন ঘ) আইসোবার

(ব্যাখ্যা) আইসোটোপের ক্ষেত্রে এটমিক সংখ্যা সমান কিন্তু ভরসংখ্যা ভিন্ন, আইসোবারের ক্ষেত্রে ভরসংখ্যা সমান কিন্তু এটমিক সংখ্যা ভিন্ন, আইসোটোনের ক্ষেত্রে এটমিক সংখ্যা ভিন্ন কিন্তু নিউট্রন সংখ্যা সমান এবং আইসোমারের ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসের পারমাণবিক সংখ্যা ও ভরসংখ্যা সমান, কিন্তু শক্তি অবস্থা ভিন্ন।

৯৩. উড়োজাহাজের গতি নির্ণায়ক যন্ত্র–
ক) ক্রনোমিটার খ) ট্যাকোমিটার
গ) হাইগ্রোমিটার ঘ) ওডোমিটার

(ব্যাখ্যা) সূক্ষ্মভাবে সময় নির্ণায়ক যন্ত্র ক্রনোমিটার, উড়োজাহাজের গতি নির্ণায়ক যন্ত্র ট্যাকোমিটার, তরলের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণায়ক যন্ত্র হাইড্রোমিটার এবং মোটর গাড়ির গতি নির্ণায়ক যন্ত্র হচ্ছে ওডোমিটার।

৯৪. ভূমিকম্প নির্ণায়ক যন্ত্র–
ক) ব্যারোমিটার খ) সেক্সট্যান্ট
গ) সিসমোগ্রাফ ঘ) ম্যানোমিটার

(ব্যাখ্যা) বায়ুর চাপ নির্ণায়ক যন্ত্র 'ব্যারোমিটার', গ্রহ-নক্ষত্রের উন্নতি পরিমাপক যন্ত্র 'সেক্সট্যান্ট', ভূমিকম্প নির্ণায়ক যন্ত্র 'সিসমোগ্রাফ' এবং গ্যাসের চাপ নির্ণায়ক যন্ত্র হচ্ছে 'ম্যানোমিটার'।

৯৫. রঙিন টেলিভিশন থেকে ক্ষতিকর রশ্মি বের হয়–
ক) গামা রশ্মি খ) বিটা রশ্মি
গ) রঞ্জন রশ্মি ঘ) কসমিক রশ্মি

(ব্যাখ্যা) রঙিন টেলিভিশন থেকে এক ধরনের তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হয় যা গামা রশ্মি। তেজস্ক্রিয় আধান নিরপেক্ষ এ রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য খুবই ক্ষুদ্র, যার ফলে এর ভেদন ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি। এ রশ্মি মানবদেহে ক্যান্সারসহ বিভিন্ন জটিল রোগের সৃষ্টি করতে পারে।

৯৬. সূর্যে শক্তি উৎপন্ন হয়–
ক) পরমাণুর ফিশন পদ্ধতিতে খ) পরমাণুর ফিউশন পদ্ধতিতে
গ) রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে ঘ) তেজস্ক্রিয়তার ফলে

(ব্যাখ্যা) দুটি কম ওজনের পরমাণুর নিউক্লিয়াসের সংযোজনে একটি অপেক্ষাকৃত ভারী পরমাণুর গঠন ও ফলস্বরূপ প্রচুর শক্তির উদ্ভব হলো পারমাণবিক ফিউশন পদ্ধতি। যেমন– দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত হয়ে একটি হিলিয়াম পরমাণু হতে পারে। দেখা যায় তৈরি হওয়া হিলিয়াম পরমাণুর ভর হাইড্রোজেন পরমাণু দুটির ভরের যোগফলের চেয়ে সামান্য কম। এ হারিয়ে যাওয়া ভরই শক্তিতে রূপান্তরিত হয় ও প্রচুর শক্তি পাওয়া যায়। সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্রে এ পদ্ধতিতে শক্তি তৈরি হয়।

৯৭. ডেঙ্গু জ্বরের বাহক–
ক) অ্যানোফিলিস খ) কিউলেক্স
গ) এডিস ঘ) সকল ধরনের মশা

(ব্যাখ্যা) অ্যানোফিলিস মশা ম্যালেরিয়া, কিউলেক্স মশা ফাইলেরিয়া এবং এডিস মশা ডেঙ্গু জ্বরের জীবাণু বহন করে। এডিস মশা পীতজ্বরের জীবাণুও বহন করে।

৯৮. পেনিসিলিয়াম আবিষ্কার করেন–
ক) রবার্ট হুক খ) টমাস এডিসন
গ) আলেকজান্ডার ফ্লেমিং ঘ) জেমস ওয়াট

(ব্যাখ্যা) আলেকজান্ডার ফ্লেমিং পেনিসিলিয়াম; এডিসন সিনেমাটোগ্রাফি, ফনোগ্রাফি, বৈদ্যুতিক বাতি; রবার্ট হুক উদ্ভিদ কোষ এবং জেমস ওয়াট বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন।

৯৯. গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়া এই দেশের জন্য ভয়াবহ আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে–
ক) সমুদ্রতলের উচ্চতা বেড়ে যেতে পারে
খ) বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যেতে পারে
গ) নদ-নদীর পানি কমে যেতে পারে
ঘ) ওজোন স্তরের ক্ষতি নাও হতে পারে

(ব্যাখ্যা) গ্রিন হাউসের প্রভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর প্রভাবে আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধিকারী গ্যাসের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাবে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের অধিকাংশ নিমজ্জিত হবে।

১০০. আমাদের দেশে বনায়নের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ–
ক) গাছপালা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে
খ) গাছপালা O_2 ত্যাগ করে পরিবেশকে নির্মল রাখে ও জীব জগতকে বাঁচায়
গ) দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কোনো অবদান নেই
ঘ) ঝড় ও বন্যার আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়

(ব্যাখ্যা) গাছ বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে একটা ভারসাম্য অবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

উত্তর

৯১	গ
৯২	গ
৯৩	খ
৯৪	গ
৯৫	ক
৯৬	খ
৯৭	গ
৯৮	গ
৯৯	ক
১০০	খ